দৈনিক সংবাদ
তারিখ JAN. 2 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থী ভাবনা

নভেরা দীপিতা

চলতি ঘটনা

এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে 'দৈনিকসংবাদ'–এ প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধেছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষকরা উপাচার্যের কাছে বিষয়টি তদন্তের আবেদন জানানোর পর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। একজন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে শিক্ষকদের এই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট, স্মারকলিপি পেশ, কুশপুত্তলিকা দাহ ইত্যাদি কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু মাত্র 'সচেতন ছাত্রসমাজ'–এর ব্যানারে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে পাল্টা আন্দোলন চালায়, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া কি? আসুন জানা যাক কয়েকজনের মতামত।

মুন্না, রোকেয়া হল : যারা অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিচার চাইছে আমি অবশ্যই তাদের পক্ষে। কারণ তাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আন্দোলনটা এখন প্যাচালো হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে ইস্যু সৃষ্টি করা হচ্ছে। যারা শিক্ষকদের ভাবমূর্তি রক্ষা করছে বলে দাবি করছে তারা মারমুখি ভূমিকা পালন করছে। প্রথম যেদিন তারা আন্দোলনরত ছাত্রীদের উপর হামলা করে, আমি সেখানে ছিলাম। তারা এমনভাবে হইচই করতে করতে আসছিল যেন তারা আনন্দ করছে। বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক

মোঃ শাহনূর হোসেন, মাইক্রোবায়োলজি : যদি সত্যিই শিক্ষকরা এমন কিছু করে থাকেন, অন্যায় কিছু ঘটে থাকে, তাহলে অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। তবে কোন কিছু প্রমাণ হওয়ার আগে কিছু বলা উচিত হবে না। এসব ঘটনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যতটুকু জেনেছি, এ বিষয়টি নিয়ে পলিটিক্যাল ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে।

কাকলী, সাংবাদিকতা বিভাগ : আমি অবশ্যই আন্দোলনের পক্ষে। আমি চাই যে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এর সঠিক বিচার হোক। যেহেতু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সরাসরি এ্যাকশন নিয়েছে, কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে, সেহেতু আমার মনে হয়, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আগে দেয়া হোক। তারপর যদি মনে হয় বিচার সুষ্ঠু হয়নি, কোন অন্যায় হয়েছে তখনই ছাত্রছাত্রীদের উচিত গ্রেটার এ্যাকশনে যাওয়া। তার আগে নয়।

আলমগীর, জীববিজ্ঞান : শিক্ষকরা যারা এসব ঘটিয়েছে তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। তাদের কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আমি ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের পক্ষে। অভিযোগ সত্যি হলে অবশ্যই তার বিচার হওয়াটা জরুরি।

শাদিয়া আহমেদ দিনা, নৃবিজ্ঞান : ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের বিষয়টি ঠিকই আছে। যদিও এতে করে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হবে না। তবে যদি তদন্ত হয়, সুষ্ঠু বিচার হয়, তাহলে শিক্ষকরা এ ব্যাপারে হয়তো সচেতন হবেন, তারা আর এমন করবেন না। মূলত যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, মানসিকতার পরিবর্তন।

তানভীর মাহমুদ, ফলিত পদার্থবিদ্যা : ব্যাপারটা আসলে অধিক নারী স্বাধীনতা ও উগ্রতার কারণে হচ্ছে। মেয়েরা নানাভাবে শিক্ষকদের কাছ থেকে এ্যাডভান্টেজ নেয়। যারা বেশি এ্যাডভান্টেজ নেয়, তারাই এসবের শিকার হচ্ছে। এতো সবকিছুর কারণে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আমি বলবো যে, সব ক্ষেত্রে তো টিচাররা দোষী নয়, কিছু শিক্ষক পারভার্ট হতে পারে, কিন্তু সবাই না।

উম্মে কুলসুম ইমা, জীববিজ্ঞান : এই ঘটনার শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত,

নয়তো টিচাররা স্বরাজ পেয়ে যাবে। আমার আরও যেটা মনে হয় যে, মেয়েদের সাবধান হওয়া উচিত। মেয়েদের সংযত হওয়া উচিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন দেখলাম রাত দশটায় দুটো মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। স্বাধীনতার নামে কি এমন করা উচিত?

আসমিনা আহমেদ খান, মাইক্রোবায়োলজি : একজন ব্যক্তি যখন শিক্ষক হবেন, তখন অবশ্যই তার এই ব্যাপারে সচেতনতাটা থাকা উচিত। নিজেকে সংযত করা উচিত। আমরা আগেও বহুবার শুনেছি দেখেছি যে কিছু টিচারের মধ্যে এ রকম আপত্তিকর প্রবণতা রয়েছে। আগে এসব বাইরে আসেনি। আলোচনা হয়নি। যেটা এখন হচ্ছে, এখন বাইরে আসছে। ফলে, আন্দোলন অবশ্যই হওয়া উচিত। একটা ব্যাপার হচ্ছে তদন্ত কমিটিতে মহিলা শিক্ষক নেই এটা একটা পয়েন্ট।

আশরাফুল আলম খোকন, জসিমউদ্দিন হল : যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই। তবে আন্দোলনের যে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সেটার সাথে আমি একমত নই। এটা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার একটা ষড়যন্ত্র। কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করার সুযোগ দেয়া উচিত।

মোঃ ফেরদৌস আনওয়ার, বায়োকেমিস্ট্রি : যৌন নিপীড়নের যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই প্রটেস্ট করি আমি। তবে, এক হাতে তো তালি বাজে না। ছাত্রীটি শিক্ষকের ক্লোজ কনট্যাক্টে না আসলে তো আর এটা ঘটতো না। আর ভিসি যেখানে বলেছে, কমিটি হচ্ছে, তদন্ত চলছে, তখন অপেক্ষা করা উচিত। আগে দেখা উচিত কি রিপোর্ট আসে। কিন্তু আগেই এতকিছু করা, রোজ কর্মসূচি দেয়া– এটা ঠিক না। আমরা জা'নগর সম্পর্কে যেমন একটা নেতিবাচক ধারণা করি, তেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও মানুষ সেটা করবে। ভাল বিষয় আমাদের আগ্রহ কম। আমরা এটা বলতে পারতাম যে অমর্ত্য সেনকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংবর্ধনা দেবো। আমরা তা করি না, আমরা একেকটা ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করি। ক্যাম্পাস উত্তপ্ত করি।

এ্যানি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে, তাই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি। সঠিক রিপোর্ট আসুক। তারপর যদি মনে হয় বিচার সঠিক হয়নি তখন আন্দোলনের কথা ভাবা যাবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবির মধ্যে একটি বিষয় বলেছে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও নীতিমালা থাকতে হবে, প্রণয়ন করতে হবে। এ বিষয়টা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

সজল, বিবিএ : নিপীড়িত ছাত্রীদের পক্ষে বা শিক্ষকদের পক্ষে, এদের কারুর পক্ষে–বিপক্ষে বিষয়ে বলবো না। এটা বলবো যে, শিক্ষকদের ভাবমূর্তির চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বড়। আর রাজনৈতিক ব্যানারে ছাত্র ফেডারেশন এই আন্দোলনটি করছে। অর্থাৎ, সচেতন ছাত্ররাই শুধু করছে, তা না। রাজনৈতিক দল এটা করছে। ইস্যু তৈরি হচ্ছে। আন্দোলনের ফলে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ যে সময় চেয়েছে, সে সময়টা দেয়া উচিত।

আতিকুল এহসান, মার্কেটিং : অপরাধী শিক্ষকদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আন্দোলনের দুপক্ষেরই খারাপ দিক আছে। সচেতনরা যে আন্দোলন করছে তাতে কিন্তু ভার্সিটির ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তবুও আমি বলবো যে, ভাবমূর্তি নষ্ট হলেও বিচার হওয়া উচিত। আর আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের আগে দেখা উচিত সুষ্ঠু বিচার হচ্ছে কিনা, না হলে তারপর আন্দোলন। আন্দোলনের নামে যেভাবে ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, সেটা দুঃখজনক।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, পদার্থবিদ্যা : বিষয়টা এখন খুব অনিশ্চিত হয়ে গেছে। পক্ষে–বিপক্ষে দুটি দল আছে। পত্র–পত্রিকায় খবর আসছে, কি ঘটেছে, তার কতটুকু ঘটেছে সে ব্যাপারেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। 'সচেতন ছাত্রসমাজ' কি–কারা, তাদের ভিত্তি জানতে হবে। তারা বাড়াবাড়ি করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।

রুবিনা ইয়াসমিন, সমাজবিজ্ঞান : শিক্ষকদের বিষয়টি খুব খারাপ। শিক্ষকরা আসলে বেশি শিক্ষিত হয়ে গিয়ে নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এটা যে খারাপ তা আর মনে করছে না। ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। যেটা সত্য তার ভিত্তিতে বিচার হওয়া উচিত।

শাহিন–উল ইসলাম (সাজু), ইতিহাস : অবশ্যই সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার হওয়া উচিত। যদি স্যার দোষী হয় তার শাস্তি হবে। কিন্তু যদি মেয়ে দোষী হয় তাহলে একজন বৃদ্ধ সম্মানিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ রকম অভিযোগ তোলার জন্য মেয়েটির ক্ষমা চাওয়া উচিত।

শেখ শফিউল আলম, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি : আমি দোষী শিক্ষকদের শাস্তির পক্ষে। তাই সুষ্ঠু তদন্ত করা উচিত। একজনের নামে অভিযোগ উঠেছে বলেই তাকে শাস্তি দিতে হবে– এটা অত্যন্ত অন্যায়। সঠিক তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। পরবর্তী সময়ে যাতে এমন না ঘটে সে জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োজন।

574